দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

বিশ হাজার শিক্ষকের এমপিও বাতিল না করার আবেদন

গত ২ ফেব্রুয়ারি পত্রিকান্তরে জানতে পারলাম যে, সারাদেশে বিশ হাজার শিক্ষকের এমপিও বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের অবৈধভাবে গোপনে নিয়োগ দিয়ে এমপিওভুক্ত করানো হয়েছে। একটি কলেজে যখন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়, তার আগে সেই কলেজের গভর্নিং বডির মিটিং-এর মাধ্যমে রেজুলেশন করে তা পাস করাতে হয়। উল্লেখ্য, দেশের প্রায় ৮০% কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি সেখানকার স্থানীয় এমপি বা মন্ত্রী মহোদয়, তার স্বাক্ষরেই অধ্যক্ষ মহোদয় বিজ্ঞপ্তি দেন। তারপর যথানিয়মে ডিজি'র একজন প্রতিনিধি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং একজন বিষয় বিশেষজ্ঞসহ একটি নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে ২০-৩০ জন প্রার্থী থেকে একজনকে যোগ্য বলে নির্বাচন করা হয়। ঐ মুহূর্তে একজন চাকরিপ্রার্থীর পক্ষে কি জানা সম্ভব যে, নিয়োগটি বৈধ না অবৈধ? এরপর নিয়োগ বোর্ডের যাবতীয় তথ্য সংবলিত কাগজপত্র ডিজি অফিসে জমা দেয়ার পর তা পুনরায় যাচাই করে তাকে এমপিওভুক্ত করা হয়। এতসবের পর গোপনে এমপিওভুক্তির বিষয়টি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা একটু বিবেচনা করা প্রয়োজন। এরপরও প্রায় প্রতিবছর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সরকারি জরিপ হয়। এর ওপর ৫-১০ বছর চাকরি করবার পর যখন কারো এমপিও বাতিল করা হবে তখন সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কথিত গোপনীয়তার জন্য দায়ী কে? কলেজ গভর্নিং বডি? নিয়োগ বোর্ড? ডিজি অফিস? নাকি ঐ অসহায় শিক্ষক, যার এর পেছনে কোন হাতই নেই? যেখানে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি কর্মসংস্থানের জন্য সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এরকম একটি সিদ্ধান্তের কারণে বিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা বেকার হবেন। আর পথে বসবে তাদের ওপর নির্ভরশীল বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। এ অবস্থায় বিশ হাজার শিক্ষকের এমপিও বাতিল না করার জন্য উর্ধ্বতন মহলের কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি।

হাবীবুল্লাহ,
প্রভাষক, সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজ, সখীপুর, টাঙ্গাইল